আসন্ন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সমর্থিত মেয়র প্রার্থী আতিকুল ইসলাম নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেছে। নির্বাচনী ইশতেহারে তিনটি বিষয়কে প্রাধান্য দেন আতিক। তিনটি বিষয় হচ্ছে সুস্থ ঢাকা, সচল ঢাকা, আধুনিক ঢাকা। এই তিনটি বিষয়ের মধ্যেই আতিক ঢাকা উত্তরের উন্নয়নের রূপরেখা দেন।

রবিবার (২৬ জানুয়ারি) গুলশানের লেকশোর হোটেলে উন্নয়নের রূপরেখায় নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেন তিনি। আতিকের নির্বাচনী ইশতেহার হুবহু ব্রেকিংনিউজের পাঠকের জন্য তুলে ধরা হল।

সুপ্রিয় সুহৃদ, প্রিয় নগরবাসী,

আসসালামু আলাইকুম,
হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহীদ এবং ২ লক্ষেরও বেশি মা-বোন; যাদের আত্মত্যাগে অর্জিত হয়েছিল আমাদের স্বাধীনতা, তাদের প্রতি রইলো বিনম্র শ্রদ্ধা। মহান মুক্তিযুদ্ধে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

সবাইকে মুজিব বর্ষের শুভেচ্ছা।
পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক আচরণ ও নির্যাতন ও নিপীড়ন এর বিরুদ্ধে, এ জাতিকে স্বাধীন সার্বভৌম সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নেতৃত্বে, দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রাম এবং ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন হয় আমাদের এই প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ।

স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত ভঙ্গুর দেশের দায়িত্ব নিয়ে মাত্র সাড়ে ৩ বছরের মধ্যেই বঙ্গবন্ধু স্বপ্নের সোনার বাংলার কাঠামো দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছিলেন। শুরু হয়েছিল দেশ বিনির্মাণের অভিযাত্রা। কিন্তু, ১৯৭৫ সালে জাতির পিতার মর্মন্তুদ হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধ্বংস করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। আমাদের প্রগতিশীলতা, উন্নয়ন-অগ্রগতি- সবকিছুকেই স্তব্ধ করে দেয়া হয়েছিল।

বিএনপি-জামায়াত জোটের শাসনকালে সীমাহীন দুর্নীতি-সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের কারণে, বাংলাদেশের উন্নয়ন-অগ্রগতি শুধু স্থবিরই হয়নি, অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছিল। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর, নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু-কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর আবার বাংলাদেশের মানুষ সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে।

শুরু হলো আলোর পথে যাত্রা...
১১ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ আজ আলোয় উদ্ভাসিত। উন্নয়ন-অগ্রগতির মহাসড়কে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদূরপ্রসারী নেতৃত্বে বাংলাদেশ বিশ্বে SDG (Sustainable Development Goal) পূরণে এক রোল মডেল। উন্নয়নের এ অগ্রযাত্রায় অংশ নিতে, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নির্দেশে ও ঢাকা উত্তরের নাগরিকবৃন্দের আহ্বানে সাড়া দিয়ে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনিত প্রার্থী হিসেবে আমি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০২০ – এ অংশ নিচ্ছি। আমার মতো অন্যান্য মেয়র প্রার্থীগণ, কাউন্সিলর প্রার্থীগণ; সবাইকে আমার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজ সবাই মিলে সবার ঢাকা গড়ার প্রতিশ্রুতি নিয়ে আপনাদের সামনে এসেছি। আমি বিশ্বাস করি, সবাই

ঐক্যবদ্ধভাবে সততা-নিষ্ঠার সাথে কাজ করলে, সুস্থ, সচল ও আধুনিক ঢাকা গড়তে পারবো।

৪০০ বছরের পুরনো শহর-ঢাকা; যার বাঁকে বাঁকে ঐতিহ্য, ইতিহাস, সংগ্রাম আর বিনির্মাণের গল্প। মহান মুক্তিযুদ্ধের পর থেকে ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী। রাজধানী ঢাকাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ বিকশিত হয়েছে। বিশ্বের জনবহুল শহরের মধ্যে ঢাকা অন্যতম। ঘনবসতিপূর্ণ এ শহরের মানুষের যাপিত-জীবনে নানা সীমাবদ্ধতা থাকলেও এ শহর আমাদের কাছে বড় আবেগের, বড় ভালোবাসার।

আপনারা জানেন, ২০২০ সালের ১৭ মার্চ উদযাপিত হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী। ইতিমধ্যে এ উপলক্ষ্যে ২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে ২০২১ সালের ১৭ মার্চ পর্যন্ত সময়কে "মুজিব বর্ষ" ঘোষণা করা হয়েছে। আবার ২০২১ সালের ২৬ মার্চ আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। বঙ্গবন্ধু-কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ বিশ্বসভায় সমাদৃত। বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল। সেই উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় এই মহোৎসব দু'টির অপেক্ষায় গোটা বাঙালি জাতি। আমি বিশ্বাস করি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। ইতিমধ্যে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ বিগত ১০/১১ বছরে রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধির মধ্য দিয়ে এগিয়ে, বর্তমানে এসে উপস্থিত হয়েছে। সেই অগ্রযাত্রায় দিশারি আমাদের প্রিয় শহর ঢাকা।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার রাজধানী ঢাকার উন্নয়নে বহু কাজ করেছে। আরও বহু কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

একটি শহরের প্রাণ হচ্ছে শহরের পাড়া ও মহল্লাগুলো। সুস্থ, সচল ও আধুনিক ঢাকা গড়তে গেলে প্রতিটি এলাকা, পাড়া ও মহল্লাকে আলাদাভাবে নজর দিতে হবে। প্রতিটি এলাকাভিত্তিক সমস্যা শনাক্ত করে সেগুলোর স্থায়ী সমাধানের মধ্য দিয়ে এলাকার উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন করাটা অত্যন্ত জরুরি। এই এলাকাভিত্তিক পরিবর্তনই নগরীর সামগ্রিক পরিবর্তন নিয়ে আসবে। যার ফলে এই নগরীতে বসবাস করা মানুষগুলো সকল নাগরিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারবেন।

আমার প্রধান লক্ষ্য, এই নগরীকে কেবল বসবাস উপযোগী নয় বরং; নগরবাসীর জীবনমানেরও উন্নতি সাধন করা। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন উপ-নির্বাচন ২০১৯-এ প্রদত্ত নির্বাচনী ইশতেহারের অধিকাংশ কাজই শুরু হয়েছে। আমার গত ৯ মাসের অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধিকে কাজে লাগিয়ে আগামীর আকাঙ্ক্ষিত ঢাকা গড়ার লক্ষ্য অর্জনে পেশ করছি আমার ত্রিমুখী ইশতেহার। চলুন একনজরে দেখে নিই একটি সুস্থ, সচল ও আধুনিক ঢাকা গড়ে তুলতে আমার পরিকল্পনা:

সুস্থ ঢাকা

আমাদের এই নগরী কোটি মানুষের আশ্রয়স্থল। এই শহরে বসবাস করা নাগরিকদের সুস্থতা নির্ভর করে এই শহরের সুস্থতার উপর। একটি সুস্থ ঢাকা নিশ্চিত করতে হলে অতি দ্রুত কিছু পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করা জরুরি, যা বাস্তবায়িত হলে ঢাকাবাসী গর্বের সাথে বলতে পারবে ঢাকা পৃথিবীর অন্যতম সুস্থ শহর। একটি সুস্থ ঢাকা গড়ার জন্য আমার প্রস্তাবনাগুলো হচ্ছে:

• উন্নত বিশ্বের মত IVM (Integrated Vector Management) পদ্ধতিতে DNCC, DSCC, WASA, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, পার্শ্ববর্তী সিটি কর্পোরেশন-সহ সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা সাথে নিয়ে বছরব্যাপী মশা নিধন কার্যক্রম বাস্তবায়ন
• সকলের জন্য নানা সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন এলাকাভিত্তিক দৃষ্টিনন্দন উন্মুক্ত পার্ক ও আধুনিক খেলার মাঠ নির্মাণ
• টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আমিনবাজারে RRF (Resource Recovery Facilities) স্থাপনের

মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে বর্জ্য অপসারণ ও জ্বালানি শক্তিতে রূপান্তর
• নগরীর বিভিন্ন এলাকায় আধুনিক পশুজবাই কেন্দ্র স্থাপন
• বস্তিবাসীদের জন্য নাগরিক সুযোগ সুবিধা নিশ্চিতকরণ
• তারুণ্যকে অনুপ্রাণিত করতে এবং প্রতিবেশীদের মধ্যে সৌহার্দ্য সম্প্রীতি বাড়াতে শহরের সকল ওয়ার্ডে নিয়মিত পাড়া উৎসব উদযাপন
• DNCC-এর প্রতিটি স্থাপনায় মাতৃদুগ্ধ কক্ষ নির্মাণ
• DNCC-এর প্রতিটি ওয়ার্ডে নানাবিধ সুবিধা সম্বলিত ওয়ার্ড কমপ্লেক্স তৈরি করা
• বিশেষভাবে সক্ষম এবং নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে সকলের জন্য পর্যাপ্ত আধুনিক পাবলিক টয়লেট নির্মাণ
• প্রতিটি এলাকার জলাশয় দখলমুক্ত ও পরিচ্ছন্ন করে নাগরিকদের কাছে ফিরিয়ে দেয়া
• ঢাকা উত্তরের উন্নয়ন প্রকল্পসহ বিভিন্ন জায়গায় Mist blower এবং অন্যান্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে বায়ু-দূষণ কমানো
• DNCC'র বর্ধিত এলাকায় নারীবান্ধব CRHCC (Comprehensive Reproductive Health Care Center) এবং PHCC (Primary Health Care Center) নির্মাণ
• মিরপুরে DNCC'র নিজস্ব জায়গায় বৃক্ষ অনুরাগীদের জন্য বৃক্ষ ক্লিনিক ও পোষ্য প্রাণী ক্লিনিক নির্মাণ

সচল ঢাকা

ঢাকা শহরের বাসিন্দারা তাদের পাড়া-মহল্লাসহ সকল রাস্তাঘাটে চলতে গেলেই নানারকম বাধার সম্মুখীন হন। রাস্তা পার হতে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হন অনেকেই। প্রতিটি এলাকায় পরিকল্পিত ফুটপাত, ফুট ওভারব্রিজ, জেব্রা ক্রসিং, সাইকেল ও মোটরসাইকেল লেন, আধুনিক ট্রাফিক সিগনাল না থাকায় নগরবাসীর অবাধ চলাচল ব্যাহত হয়। তাই ঢাকাকে একটি সচল নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে আমি একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরি করেছি:

• ফুটপাথ দখলমুক্ত করে এলাকাভিত্তিক পথচারী-বান্ধব ও বিশেষ চাহিদা-সম্পন্ন মানুষের জন্য ফুটপাথ নেটওয়ার্ক তৈরি করা
• হকারদের পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা
• যানজট নিরসনে DMP, DTCA, BRTA, DSCC, পরিবহন মালিক সমিতি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে সাথে নিয়ে সমন্বিত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা
• প্রয়াত মেয়র আনিসুল হকের অসমাপ্ত পরিকল্পনা – ঢাকা বাস রুট র‍্যাশনালাইজেশন-এর কাজ সরকারের উচ্চ পর্যায়ের সকলকে নিয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পন্ন করা
• নিরাপদ সড়ক বাস্তবায়নে প্রয়োজন অনুযায়ী অধিকাংশ স্থানে এস্কেলেটরসহ নতুন ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণ
• নিরাপদ পথচারী পারাপারের জন্য ঢাকা উত্তরে বিভিন্ন জেব্রা ক্রসিং-এ Digital Push Button Signal স্থাপন করা
• সাইকেলের জন্য আলাদা লেন (যেখানে সম্ভব) এবং সাইকেল পার্কিং তৈরি করা
• আধুনিক নগর-পরিবহন ব্যবস্থার জন্য ডিজিটাল, সমন্বিত e-ticketing সেবাপ্রদান, অ্যাপ-নির্ভর সময়সূচি প্রবর্তন এবং সুনিয়ন্ত্রিত ও নারীবান্ধব গণপরিবহন নিশ্চিতকরণ
• নাগরিকদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য পরিকল্পিত স্মার্ট বাস স্টপ ও বাস-ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ
• স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য পরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তন
• বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন নাগরিকদের জন্য গণস্থাপনা এবং গণপরিবহন নিশ্চিতকরণ
• প্রতিটি মহল্লার ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন, নগরীর জলাবদ্ধতা নিরসনে সেন্সর-এর মাধ্যমে

জলাবদ্ধতার স্থান ট্র্যাক করে সমাধান করা

• নগরীর ব্যস্ততম এলাকাগুলোতে বহুতল/ আন্ডারগ্রাউন্ড পার্কিং কমপ্লেক্স নির্মাণ

আধুনিক ঢাকা

উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর রাজধানীর মতো, ঢাকার আধুনিকায়ন না হলে বর্তমান বিশ্বের সাথে আমরা তাল মিলিয়ে চলতে পারবো না। বর্তমান সময়ে কাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি প্রযুক্তিগত উন্নয়ন শুধু প্রয়োজনীয়ই নয়, অপরিহার্য। ঢাকার আধুনিকায়ন হলে নগরীর সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষের জীবনযাত্রা বদলে যাবে। স্বপ্নের আধুনিক ঢাকা নির্মাণের জন্য আমার পরিকল্পনা হচ্ছে:

• সবার ঢাকা App এর মাধ্যমে নাগরিক সমস্যার অভিযোগ গ্রহণ ও সার্বক্ষণিক তদারকিসহ সকল নাগরিক সুবিধা নিশ্চিতকরণ, যেখানে মেয়রের সাথে নাগরিকদের সরাসরি যোগাযোগের ব্যবস্থা থাকবে
• বায়ু দূষণ রোধে ইলেক্ট্রিক্যাল বাস সার্ভিস চালুকরণ
• ডিজিটাল পদ্ধতিতে অনলাইনে হোল্ডিং ট্যাক্স, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন, ট্রেড লাইসেন্সসহ অন্যান্য নাগরিক সেবা প্রদান
• ব্যবসায়ী সমাজের ভোগান্তি কমাতে ডিএনসিসির আঞ্চলিক নির্বাহীর কর্মকর্তার কার্যালয়ে তৈরি হবে হেল্প ডেস্ক
• ব্যবসায়ীদের কোন প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন না করে, ডিএনসিসির মালিকানাধীন কাঁচা বাজার ও মার্কেটগুলোর আধুনিকায়নের জন্য চলবে স্ট্রাকচারাল আপগ্রেডেশন
• উত্তর ঢাকাকে একটি স্মার্ট সিটি হিসেবে গড়ে তুলতে প্রাথমিকভাবে কয়েকটি এলাকাকে Smart Neighbourhood হিসেবে গড়ে তোলা, পর্যায়ক্রমে প্রতিটি পাড়া-মহল্লাকে এই উদ্যোগের আওতায় আনা
• একটি সার্বক্ষণিক Digital Command Center তৈরি, যার মাধ্যমে শহরের নিরাপত্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, Smart Neighborhood পরিচালনা ইত্যাদি সম্পন্ন হবে
• তারুণ্যকে অনুপ্রাণিত করতে প্রতিটি এলাকায় সাংস্কৃতিক ও সেবা কেন্দ্র গঠন; যেখানে থাকবে হেল্প-ডেস্ক, ট্রেনিং সেন্টার, স্টার্ট-আপ কো-ওয়ার্কিং স্পেস, লাইব্রেরি, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও অন্যান্য সুবিধাদি
• প্রতিটি এলাকার কমিউনিটি সেন্টারগুলোর আধুনিকায়ন ও বহুমুখী ব্যবহার (আর্ট ক্লাস, গানের ক্লাস, ইয়োগা, আত্ম-রক্ষার প্রশিক্ষণ) নিশ্চিতকরণ
• নগরের সার্বিক উন্নয়নে নগর পরিকল্পনাবিদ, স্থপতিসহ অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণের সহায়তায় সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ
• সকল লেক-খালের সংস্কার, উন্নয়ন ও সৌন্দর্যবর্ধনের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা নিরসন, মশক নিয়ন্ত্রণ, পাবলিক স্পেস বৃদ্ধি করা, টেকসই পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ
• জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে 'জনতার মুখোমুখি মেয়র' শীর্ষক নিয়মিত মতবিনিময়-এর মাধ্যমে ওয়ার্ড-ভিত্তিক সমস্যার সমাধান

নগরীর সার্বিক উন্নয়নে আমি কথা দিচ্ছি, আমাকে পুনরায় পূর্ণমেয়াদে নির্বাচিত করলে, লক্ষ্য অর্জনে সাধ্যের সর্বোচ্চটুকু দিয়ে চেষ্টা করবো। সকল উন্নয়ন অগ্রগতির সাথে সমন্বয় ঘটিয়ে ঢাকা শহরের প্রতিটি পাড়া মহল্লার সমস্যার সমাধান করে গড়বো সবার প্রিয় ঢাকা, যে ঢাকা আপনাদের সবার প্রাপ্য।

আমি জানি, শত সংকট, শত সীমাবদ্ধতা, নাগরিক-যন্ত্রণা সহ নানাবিধ সমস্যা আছে এ শহরে। ঢাকা আপনার, আমার, সকলের। আমাদের একটু সচেতনতা এবং কিঞ্চিৎ সহযোগিতা এই নগরীর প্রাপ্য। যদি আমরা সবাই একটু সচেতন, আন্তরিক, ও উদ্যোগী হয়ে দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত রাখি; শহর বিনির্মাণে অংশ নেই- তবে অবশ্যই ঢাকা উত্তরে বহু দৃশ্যমান পরিবর্তন আসবেই। যার নেতৃত্বে থাকবে উত্তর ঢাকাবাসী।

এই পথযাত্রায় আমি নগরবাসীর সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করতে চাই। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায়, স্বপ্নের ঢাকাকে বাস্তব করতে চলুন এগিয়ে যাই একসাথে। গড়ে তুলি সবাই মিলে সবার ঢাকা- একটি সুস্থ, সচল ও আধুনিক ঢাকা।